



বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

নং-১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০০১.২০-২৩০

তারিখ: ০৮ ভাদ্র ১৪২৭
২৩ আগস্ট ২০২০

পরিপত্র-২

বিষয় : জাতীয় সংসদের ৭১ পাবনা-৪ নির্বাচনি এলাকার শুন্য আসনের নির্বাচন উপলক্ষে পোস্টাল ব্যালটে ভোটদান, ভোটকেন্দ্র স্থাপন, ভোটগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের প্যানেল প্রস্তুত এবং নির্বাচনের কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বদলি ইত্যাদি

উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে জারিকৃত বিভিন্ন পরিপত্র, ম্যানুয়েল ও নির্দেশিকার আলোকে সময়সূচির সাথে সংগতি রেখে ৭১ পাবনা-৪ নির্বাচনি এলাকার শুন্য আসনের নির্বাচনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জারিকৃত পরিপত্র-১ এর মাধ্যমে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

২। পোস্টাল ব্যালটে ভোটদান: গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ২৭ অনুচ্ছেদে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিম্নরূপ ব্যক্তিবর্গের পোস্টাল ব্যালট- এর মাধ্যমে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের বিধান রয়েছে:

- (ক) ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯ এর ধারা ৮ এর উপ-ধারা (৩) এবং (৫) এ বর্ণিত ব্যক্তিবর্গ;
- (খ) কোন ব্যক্তি তিনি যে ভোট কেন্দ্রে ভোট দেয়ার অধিকারী সে কেন্দ্র ছাড়া অন্য কোন ভোট কেন্দ্রে নির্বাচন সংক্রান্ত কোন দায়িত্ব পালনের জন্য নিযুক্ত আছেন;
- (গ) বাংলাদেশি ভোটার বিদেশে বসবাস করলে।

[গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ২৭ এবং ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯ এর ধারা ৮ এর সংশ্লিষ্ট অংশের কপি পরিশিষ্ট-ক]

উল্লিখিত শ্রেণির ব্যক্তিবর্গের আবেদনের ভিত্তিতে রিটার্নিং অফিসার তাদের নিকট ডাকযোগে “পোস্টাল ব্যালট” প্রেরণ করবেন। রিটার্নিং অফিসার যাতে অগ্রিম ডাক মাশুল পরিশোধ না করে দেশের ও বিদেশের বিভিন্ন স্থানে “পোস্টাল ব্যালট” ডাকযোগে প্রেরণ করতে পারেন এবং ভোটারগণও যাতে উভয়রূপ সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন তার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য ডাক বিভাগকে অনুরোধ করা হবে।

৩। ভোটকেন্দ্র স্থাপন: গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৮ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুসারে রিটার্নিং অফিসারকে সংসদ নির্বাচনে প্রত্যেক নির্বাচনি এলাকার জন্য ভোটকেন্দ্রের স্থান এবং ভোটারগণ যে যে ভোটকেন্দ্রে ভোটদান করবেন সে সকল স্থানের নাম উল্লেখপূর্বক ভোটকেন্দ্রের ০৩ (তিনি) প্রস্তুত তালিকা (সফট কপিসহ) ০১ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখের মধ্যে বিশেষ দৃত মারফত নির্বাচন কমিশনে দাখিল করতে হবে। ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যে সকল ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছিল উক্ত শুন্য আসনের নির্বাচনেও ঐ সকল ভোটকেন্দ্র বহাল রাখতে হবে। তবে কোন ভোটকেন্দ্র কোন প্রার্থীর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবাধীন হলে তা কমিশনকে অবহিত করতে হবে। এছাড়াও উল্লিখিত নির্বাচনি এলাকার অধিকার গুরুত্বপূর্ণ ভোটকেন্দ্রের নাম নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ করতে হবে। উল্লিখিত অধিক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রসমূহে অভিজ্ঞ প্রিজাইডিং অফিসার নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৪। ভোটগ্রহণকারী কর্মকর্তা নিয়োগের উদ্দেশ্যে প্যানেল প্রস্তুত: প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারি প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার নিয়োগ প্রসঙ্গে আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়া যাচ্ছে যে, নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ভোটকেন্দ্রের তালিকা চূড়ান্তভাবে প্রকাশের সংগে প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের জন্য প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারি প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসার নিয়োগের উদ্দেশ্যে একটি প্যানেল প্রস্তুত করবেন। একাদশ জাতীয় সংসদ সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে অত্র সচিবালয় হতে জারীকৃত নির্দেশনা অন্যায়ী ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগ চূড়ান্ত করবেন। ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের নিয়োগের জন্য প্রস্তুতকৃত প্যানেল ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখের মধ্যে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

অফিসের ঠিকানাঃ

নির্বাচন ভবন, প্লট নং-ই-১৪/জেড, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

যোগাযোগঃ

ফোনঃ +৮৮০-০২-৫৫০০৭৬০০ ফ্যাক্সঃ +৮৮০-০২-৫৫০০৭৫১৫

ই-মেইলঃ secretary@ecs.gov.bd ওয়েব এড্রেসঃ www.ecs.gov.bd

৫। নির্বাচনের কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বদলি স্থগিতকরণ: আপনি নিশ্চয়ই অবহিত আছেন যে, গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ৪৪ই অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে নির্বাচন তফসিল ঘোষণার পর হতে নির্বাচনি ফলাফল ঘোষণার পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে নির্বাচন কমিশনের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে ৪৪ই অনুচ্ছেদে উল্লিখিত কর্মকর্তাবৃন্দকে স্ব স্ব কর্মস্থল হতে বদলি করা যাবে না।

৬। এতদ্যুতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১২৬ অনুচ্ছেদ এবং গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ৫(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব পালনে সহায়তা করা সকল নির্বাচী কর্তৃপক্ষের অবশ্য কর্তব্য। নির্বাচনি সময়সূচি জারির পর নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৩নং আইন) এর ৪(৩) ধারা অনুসারে নির্বাচনি দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারী স্বীয় চাকুরির অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে নির্বাচন কমিশনের অধীনে প্রেষণে নিয়োজিত আছেন বলে বিবেচিত হবেন। উক্ত আইনের ৪(২) ধারা অনুযায়ী কোন ব্যক্তি নির্বাচন কর্মকর্তা নিযুক্ত হলে তার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ তাকে নির্বাচন কর্মকর্তা হিসাবে কোন দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে বাধা দিতে বা বিরত রাখতে পারবেন না।

সংলগ্নী: বর্ণনা মোতাবেক

প্রাপক:

আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, রাজশাহী অঞ্চল

ও

রিটার্নিং অফিসার

১২০৮/২০২০
(মোঃ আতিয়ার রহমান)

উপসচিব
নির্বাচন পরিচালনা-২ অধিশাখা
ফোন: ৫৫০০৭৫২৫৮ (অফিস)
E-mail: sasemc1@gmail.com

নং-১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০০১.২০-২৩০

তারিখ: ০৮ ভাদ্র ১৪২৭
২৩ আগস্ট ২০২০

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইল (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
৩. গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা
৪. সিনিয়র সচিব/ সচিব (সংশ্লিষ্ট) মন্ত্রণালয়/বিভাগ
৫. মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
৬. মহাপরিচালক, বিজিবি/আনসার ও ভিডিপি/র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব), ঢাকা
৭. মহাপরিচালক, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
৮. বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী
৯. উপমহাপুলিশ পরিদর্শক, রাজশাহী রেঞ্জ
১০. যুগ্মসচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১১. মহাপরিচালক, নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনসিটিউট, ঢাকা
১২. মহাব্যবস্থাপক, ক্রেডিট ইনফরমেশন বুরো, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা
১৩. সিস্টেম ম্যানেজার, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [ওয়েব সাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ]
১৪. পরিচালক (জনসংযোগ), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [এ বিষয়ে একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তি জারি করিবার অনুরোধসহ]
১৫. জেলা প্রশাসক, পাবনা
১৬. পুলিশ সুপার, পাবনা
১৭. উপসচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৮. সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার, পাবনা ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
১৯. জনাব মোহাম্মদ সাইদুর রহমান, অতিরিক্ত আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, রাজশাহী ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
২০. জেলা কমান্ড্যাট, আনসার ও ভিডিপি, পাবনা

২১. উপজেলা নির্বাহী অফিসার,(সংশ্লিষ্ট)
২২. জেলা তথ্য অফিসার, পাবনা
২৩. মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (প্রধান নির্বাচন কমিশনার
মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২৪. মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব, এর একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন
সচিবালয়, ঢাকা (নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২৫. সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২৬. উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার,(সংশ্লিষ্ট)
২৭. অফিসার-ইন-চার্জ, (সংশ্লিষ্ট) থানা।

৪/১
২৫/০৬/২০২০
(মোহাম্মদ মোরশেদ আলম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়-০১ শাখা
ফোন: ০২-৫৫০০৭৬১০

পরিশিষ্ট-ক

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ২৭ অনুচ্ছেদ এবং ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯ এর ৮ ধারার উন্নতাংশ

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ২৭ অনুচ্ছেদ

“27. (1) The following person may cast their votes by postal ballot in such manner as may be prescribed, namely:-

(a) a person referred to in sub-sections (3) and (5) of section 8 of the Electoral Rolls Act, 2009 (২০০৯ সনের ৬নং আইন);

(b) a person appointed for the performance of any duty in connection with an election at a polling station other than the one at which he is entitled to cast his vote; and

(c) a Bangladeshi voter living abroad.

(2) An elector who, being entitled to do so, intends to cast his vote by postal ballot shall-

(a) in the case of a person referred to in sub clause (a) and (c) of clause (1), within fifteen days from the date of the publication of the notification under Article 11, and

(b) in the case of a person referred to in sub clause (b) of that clause as soon as may be after his appointment,

apply to the Returning Officer of the constituency in which he is an elector for a ballot paper for voting by postal ballot; and every such application shall specify the name of the elector, his address and his serial number in the electoral roll.

(3) The Returning Officer shall immediately upon the receipt of an application by an elector under clause (2) sent by post to such elector a ballot paper and an envelope bearing on its face a form of certificate of posting, showing the date thereof, to be filled in by the proper official of the Post Office at the time of posting by the elector.

(4) An elector on receiving his ballot paper for voting by postal ballot shall in the prescribed manner record his vote and after so recording post the ballot paper to the Returning Officer in the envelope sent to him under clause (3) with minimum of delay.”

ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯ এর ৮ ধারা

“৮। অধিবাসী অর্থ।-(১) অতঃপর ইহাতে ব্যবস্থিত বিধান ব্যতিরেকে, কোন ব্যক্তি সচরাচর যে নির্বাচনী এলাকায় বা ভোটার এলাকায় বসবাস করেন কিংবা যে নির্বাচনী এলাকার বা ভোটার এলাকায় বসতবাড়ী ভোগ দখল করেন কিংবা বসতবাড়ী ও অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তির মালিক হন তিনি উক্ত নির্বাচনী এলাকার বা ভোটার এলাকার অধিবাসী বলিয়া গণ্য হইবেন।

(২) কোন ব্যক্তির একাধিক নির্বাচনী এলাকায় বা ভোটার এলাকায় বসতবাড়ীর দখল থাকিলে কিংবা বসতবাড়ী ও স্থাবর সম্পত্তির মালিকানা থাকিলে, ঐ ব্যক্তিকে, তাহার ইচ্ছা অনুযায়ী, যে কোন একটি নির্বাচনী এলাকায় বা ভোটার এলাকায় ভোটার হিসাবে নিবন্ধন করা যাইবে।

(৩) কোন ব্যক্তি সরকারী চাকুরীরত থাকিলে বা কোন সরকারী পদে অধিষ্ঠিত থাকিলে তিনি, যে নির্বাচনী এলাকার বা ভোটার এলাকায় চাকুরীসূত্রে সচরাচর বসবাস করেন সেই নির্বাচনী এলাকার বা ভোটার এলাকার অধিবাসী হিসাবে গণ্য হইবেন, যদি না তিনি অনুরূপ চাকুরীরত না থাকিলে বা অনুরূপ সরকারী পদে অধিষ্ঠিত না থাকিলে যে ভোটার এলাকায় বা নির্বাচনী এলাকায় অধিবাসী থাকিতেন সেই এলাকার অধিবাসী হিসাবে তালিকাভুক্ত হইবার জন্য রেজিস্ট্রেশন অফিসার বরাবর আবেদন করেন।

(৪) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত অনুরূপ কোন ব্যক্তির স্বামী বা স্ত্রী এবং তাহার ছেলেমেয়েদের মধ্যে যাহারা ভোটার তালিকাভুক্ত হইবার অধিকারী তাহারা যদি সচরাচর অনুরূপ ব্যক্তির সহিত বসবাস করেন তাহা হইলে তাহারা অনুরূপ ব্যক্তি যে নির্বাচনী এলাকায় বা ভোটার এলাকায় অধিবাসী বলিয়া গণ্য হইয়াছেন সেই এলাকার অধিবাসী বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৫) কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের কোন জেলাখানায় বা অন্য কোন আইনগত হেফাজতে আটক থাকিলে, তিনি এইভাবে আটক না থাকিলে যে নির্বাচনী এলাকায় বা ভোটার এলাকায় অধিবাসী থাকিতেন, সেই নির্বাচনী এলাকায় বা ভোটার এলাকায় অধিবাসী বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৬) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন বাংলাদেশী নাগরিক বিদেশে বসবাস করিলে, তিনি সর্বশেষ যে নির্বাচনী এলাকায় বা ভোটার এলাকায় বসবাস করিয়াছেন অথবা তাহার নিজ বা পৈতৃক বসতবাড়ী যে স্থানে অবস্থিত ছিল বা আছে, তিনি সেই এলাকার অধিবাসী বলিয়া গণ্য হইবেন”।